কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 06 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৯৭ শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার সুপারিশ

কোচিংবাজদের শাস্তি দিতে শিক্ষা আইন জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

কোচিংবাজ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা আইন জরুরি বলে মনে করেন শিক্ষা কর্মকর্তারা। তাঁরা বলছেন, কয়েক বছর ধরেই শিক্ষা আইন ঝুলে আছে। ফলে দুর্নীতি দমন কমিশন বারবার কোচিংবাজ শিক্ষকদের তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতে তুলে দিলেও শিক্ষকদের শাস্তির আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না।

গত রবিবার দুর্নীতি দমন কমিশন রাজধানীর আটটি বিদ্যালয়ের ৯৭ জন শিক্ষককে শাস্তির আওতায় আনতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে চিঠি দিয়েছে। এর আগেও কমিশন রাজধানীর ২৪টি সরকারি বিদ্যালয়ের ৫২২ জন শিক্ষককে বদলির সুপারিশ করেছিল। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে এখনো এসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

মাউশি অধিদপ্তরের একাধিক কর্মকর্তা জানান, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শাস্তি হিসেবে বদলির চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। কারণ কোনো শিক্ষক যদি 'কোচিং বাণিজ্য নীতিমালা' ভঙ্গ করে তাহলে বর্তমান সরকারি চাকরি বিধি অনুযায়ী ওই শিক্ষকের সর্বোচ্চ শাস্তি হতে পারে বদলি। একজন শিক্ষককে এক বিদ্যালয় থেকে আরেকটি বিদ্যালয়ে বদলি করলেই কোচিং বন্ধ হয়ে যাবে—এমন সম্ভাবনা নেই। এ ছাড়া এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়গুলো পরিচালনা করে ব্যবস্থাপনা কমিটি। যেহেতু কোনো আইন নেই তাই ওই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের কোনো হাত নেই। তবে ইচ্ছা করলে কমিটি 'কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা' ভঙ্গের দায়ে বিদ্যালয়ের এমপিও বাতিল করতে পারে। তবে কোচিং বা প্রাইভেট পড়ানোর জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি কাউকে শাস্তি দিয়েছে—এমন নজির নেই বললেই চলে। তবে যদি শিক্ষা আইন থাকত তাহলে মাউশি অধিদপ্তর সরাসরি সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শাস্তির আওতায় আনতে পারত।

জানা যায়, সরকার কোচিং বাণিজ্য বন্ধে ২০১২ সালে একটি নীতিমালা করেছে। সেখানে একজন শিক্ষককে তাঁর প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের ১০ জন শিক্ষার্থী পড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের আগে বা পরে শুধু অভিভাবকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানপ্রধান অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে প্রতি বিষয়ে মেট্রোপলিটন শহরে মাসিক ৩০০ টাকা, জেলা শহরে ২০০ টাকা এবং উপজেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে ১৫০ টাকা করে রসিদের মাধ্যমে নেওয়া যাবে। কিন্তু নীতিমালা করেই যেন কাজ সেরেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কোনো নজরদারি নেই।

তবে প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের খসড়ায় কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা অনুসরণ না করলে একজন শিক্ষককে দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড ও ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু সেই আইন দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে আছে।

গত সোমবার দুর্নীতি দমন কমিশন ৯৭ জন শিক্ষকের তালিকা প্রকাশের পর মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান কালের কণ্ঠকে বলেছিলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের এখন পর্যন্ত দুদকের তালিকার ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। যত দূর জেনেছি, কোচিংয়ের জন্য শাস্তি দিতে হলে একটা আইন দরকার। আর সেটা শিক্ষা আইনে থাকবে। মন্ত্রণালয় এই শিক্ষা আইন দ্রুততার সঙ্গে করার চেষ্টা করছে।'

দুর্নীতি দমন কমিশনও গত রবিবার মন্ত্রিপরিষদে পাঠানো চিঠিতে বলেছে, দীর্ঘদিন একই প্রতিষ্ঠানে থেকে শিক্ষকরা কোচিং বাণিজ্যে জড়িয়েছেন এবং অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জন করে আসছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে 'কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২' অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি কোচিং বাণিজ্য বন্ধে সরকারকে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে হবে। এ ছাড়া কোচিং বাণিজ্য বন্ধে এই শিক্ষকদের এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে, এক শাখা থেকে অন্য শাখায়, দিবা থেকে প্রভাতী পালায় বা প্রভাতী থেকে দিবা পালায় নির্দিষ্ট সময় পর পর বদলি করা যেতে পারে।